بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم

জুমুআর খুতবার সারাংশ (১৩ আগস্ট- ২০১০)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে ১৩ আগস্ট, ২০১০ এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ উপস্থাপিত হচ্ছে।

তাশাহ্হুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ হুযূর বলেন আমি এখন যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তুমি বলে দাও) নিশ্চয়ই আমি (তাদের) কাছেই আছি। আমি প্রার্থনাকরীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং সঠিক পথ লাভের জন্য তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। (সূরা আল্ বাকারা-১৮৭)

উল্লিখিত আয়াতটি রোযা সংক্রান্ত আল্লাহ্ তা'লার আদেশ ও এর বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হওয়া এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পেতে হলে এক ধরনের মুজাহেদার বা সংগ্রামের প্রয়োজন। রমযানের রোযাও এক ধরনের মুজাহেদা। একজন মুমিনকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে রোযা রাখা উচিত। শুধু ক্ষুধার্ত থাকা নয় বরং এই মানসে রোযা রাখা উচিত যে, আমরা এ কাজটি একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করছি। তাই রোযার আনুষঙ্গিক বিষয়াদিও পুরোপুরি জানা উচিত। যা-ই হোক রোযা একটি মুজাহেদা। কারো ক্ষুধার্ত থাকা বা বাহ্যিক ইবাদতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার কোনো সম্পর্ক নেই। যেভাবে আমরা উপরোক্ত আয়াতে দেখেছি, আল্লাহ্ তা'লা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়ার বিষয়টিকে শর্তসাপেক্ষ রেখেছেন। এটা বলেন নি, কারো কর্ম এবং অবস্থান যেমনই হোক না কেন সে ডাকবে আর আমি তাৎক্ষণিক ভাবে তার ডাকে সাড়া দিব। না, বরং বলেছেন, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي (অর্থাৎ তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়)। তাই হে আমার বান্দারা! কেউ যদি দোয়ার গ্রহণযোগ্যতা চায় তবে তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হল, আমার ডাকে সাড়া দেয়া। দ্বিতীয় কথাটি হল, وَلْيُؤْمِنُوا بِي অর্থাৎ তারা যেন আমার প্রতি ঈমান আনে। এ আদেশ মুসলমানদের জন্য। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তারা যেন আমার প্রতি ঈমান আনে। আপনারা আপনাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন এবং আপনাদের ঈমানকে উন্নত করুন। কেননা কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম ঈমান নয় বরং এতে উন্নতির দিকে অগ্রগামী থাকতে হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, لَعَلَّهُمْ

يَرْشُدُونَ (অর্থাৎ তারা যেন হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়) এর অর্থ হলো, প্রকৃত নেকী বা পুণ্য এবং হেদায়াতের প্রতি অগ্রসর হতে থাকা আর হেদায়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভের চেষ্টায় রত থাকা। সেই বিষয়গুলো কী যার প্রতি আমাদের সাড়া দিতে হবে এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি ঈমান বৃদ্ধি পেতে পারে? এর উত্তর কুরআন করীমে আছে, যা সমস্ত হেদায়াতের সমষ্টি। কুরআন শরীফের শুরুতেই আল্লাহ্ তা'লা এর ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ এটিই হল সেই পরিপূর্ণ গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটি খোদাভীরুদের জন্য হেদায়াত।

আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদের সম্বোধন করে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্র ও পরকালের সাক্ষাতের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অনেক বেশি স্মরণ করে। (৩৩ঃ২২) অতএব, পরকালের প্রতি ঈমান, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত ও তাঁর যিকর তখনই আল্লাহ্ তা'লার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যখন এই প্রিয় রাসূল (সা.) এর আদর্শ অনুকরণ করবে। এই রসূলের আদর্শ অনুসরণও আল্লাহ্ তা'লার সেই আদেশ পালন করার নামান্তর। আমি যে আয়াতটি ইতোপূর্বে পাঠ করেছি তাতে বলা হয়েছে, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي অর্থাৎ আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তুমি উত্তরে বল আমি কাছেই আছি। পথের কথা তাকেই জিজ্ঞেস করা হয়, যে পথ সম্পর্কে জ্ঞাত, যে সেই পথের পথিক অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার পথের পথিক। জ্ঞানার্জনের প্রত্যাশী তার কাছেই জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করবে যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ রসূল ও প্রেমাস্পদ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়দের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্যে যাঁর অনুসরণ অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন- একজন মুসলমান, একজন মুমিন তো এমন কথা ভাবতেও পারে না যে, সে অন্য কারো কাছে পথের দিশা চাইবে বা অন্য কাউকে তার আদর্শ মনে করবে।

হযরত নবী করীম (সা.) আমাদেরকে যেখানে তাঁর আমল ও জীবনাদর্শের মাধ্যমে পথের দিশা দিয়েছেন সেখানে রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের, ইবাদত করার, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচার, বান্দার অধিকার সংরক্ষণের এবং দোয়া কবুলিয়্যতের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ মাসে মহানবী (সা.) এর চেষ্টা ও সংগ্রাম কয়েক শত গুণ বেড়ে যেতো। উদাহরণস্বরূপ, দান-দক্ষিণা করার ব্যাপারে তিনি অত্যধিক তৎপর ছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থাতেও তিনি এমন ভাবে দান খায়রাত করতেন যে মানুষ তা ভাবতেও পারে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রমযান

মাসে তিনি ঝড়ো বাতাসের চাইতেও বেশি গতিতে দান খয়রাত করতেন। তার ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য বিধি বিধানের ওপর আমলের অবস্থাও একই ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষের উপর তার যোগ্যতার বাহিরে বোঝা চাপান না। তিনি মানুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত। তিনি বলেছেন, এই জীবনাদর্শ তোমাদের সামনে রাখা আছে, তোমাদেরকে এর অনুসরণ করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, যোগ্যতা নির্ধারণ করা কোনো মানুষের কাজ নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা জানেন কার মাঝে কতোটা যোগ্যতা রয়েছে। মানুষের দায়িত্ব হলো চেষ্টা করে যাওয়া এরপর এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার ওপর ছেড়ে দেয়া।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করবো। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা جَاهَدُوا শব্দটি ব্যবহার করে আমাদের এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন, যারা ঈমানে উন্নতি করতে চায়, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য তাদের চেষ্টা করা উচিত। মানুষকে অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এমন চেষ্টা হলে আল্লাহ্ তা'লা এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে নেন।

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, একজন মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেলে যতোটা খুশি হন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বান্দাকে পেলে এর চেয়ে বেশি খুশি হন। এটা হল আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যতের (দয়ার) বিকাশ। অন্যথায় একজন দুর্বল মানুষ আর কতটাইবা চেষ্টা করতে পারে? রহমানিয়্যতের কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা বান্দাকে তাঁর নৈকট্য দান করেন।

নবী করীম (সা.) এর জীবন আল্লাহ্ তা'লার বিধি বিধানের ওপর আমলের একটি পরিপূর্ণ চিত্র ছিল। রমযান মাসে এর অসাধারণ দৃশ্য চোখে পরে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতেও তাঁর ইবাদত, উত্তম চরিত্র এবং অন্যের অধিকার সংরক্ষণের এমন দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় যা কোনো মানুষের মাঝে দেখা যায়না। আমি এখন নবী করীম (সা.) এর ইবাদতের উন্নত মান ও অন্যান্য বিষয়ের কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। একটি হাদীসে আছে, একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে মহানবী (সা.) এর শরীরের একটি অঙ্গে গুরুতর আঘাত লাগে। এমতাবস্থায় তিনি দাড়িয়ে নামায পড়তে পারতেন না বলে বসে নামায পড়িয়েছেন কিন্তু এ অবস্থায়ও বাজামাত নামায পড়া বাদ দেন নি। এরপর ওহুদের যুদ্ধে যখন লোহার কড়া তাঁর পবিত্র কপালে ঢুকে যাওয়ার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন সে দিনও তিনি যখন আযানের ধ্বনি শুনতে পেলেন তখন সেভাবেই মসজিদে আসলেন যেভাবে তিনি অন্য সময়ে আসতেন। হযরত আয়শা (রা.) নবী করীম (সা.) এর নফল নামাযের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর নামাযের প্রতিটি

অংশের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এই হলেন সেই পরিপূর্ণ বান্দা যিনি ইবাদতের এক সুন্দরতম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যিনি সাহাবা (রা.) এর ইবাদতেও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেন, আমার কথায় লাব্বায়েক বল, তখনই আমি আমার নৈকট্যের সন্ধান দিব; এর জন্য সর্ব প্রথম যেই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক স্তর পার হওয়া জরুরী তা হল, ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া। রমযানের এ দিনগুলোতেই কেবল অতীব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এমন ইবাদত করলে চলবে না বরং যেভাবে আমরা হযরত নবী করীম (সা.) এর জীবনে দেখতে পাই, সাধারণ দিনে, স্বাভাবিক অবস্থায় এবং অসুস্থ ও যুদ্ধাহত অবস্থায়ও তিনি (সা.) প্রকৃত অর্থে ইবাদত করতেন আর কখনও বাজামাত নামাযের কথা ভুলেন নি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মুমিনদের পরিচয় হল يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ অর্থাৎ তারা নামাযসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে, বা-জামাত নামায পড়ার জন্য সময় মত সমবেত হয়। অতএব সেই পরিপূর্ণ মানব যদ্বারা আল্লাহ্ তা'লা এ ঘোষণা করিয়েছেন যে, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ হে নবী! তুমি ঘোষণা দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবিত থাকা এবং আমার মৃত্যুবরণ করা আল্লাহ্ তা'লার জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রভূ প্রতিপালক।

আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আমরা যেন আমাদের দোয়া, ইবাদত ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সেই নৈকট্য লাভ করতে পারি যার ধারাবাহিকতা কখনো শেষ হওয়ার নয়। আমাদের ইবাদতের মান এবং আমাদের তাকওয়ার মান যেন উচ্চতর হতে থাকে। এ মান অর্জনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ: তিনি বলেন,

'স্মরণ রেখো! সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হল, মানুষের নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য দোয়া করা। এ দোয়াই হল সমস্ত দোয়ার মূল ও শাখা।

এখন আমি নবী করীম (সা.) এর জীবনাদর্শের কিছু দিক তুলে ধরবো। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا অর্থাৎ নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। নবী করীম (সা.) এর উপর কতটা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ ব্যাপারে একটি হাদীসে হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামন (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমার অংশগ্রহণে যে বাধা ছিল তাহলো, আমি ও আমার সঙ্গী আবু সাহল বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর কাফেররা আমাদেরকে পথে ধরে ফেলে এবং জিজ্ঞেস করে, তোমরা মুহাম্মদের কাছে যাচ্ছ? আমরা বলি, আমরা মদিনা যাচ্ছি। তারা আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয় আমরা যেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করি। আমরা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করলাম তখন নবী করীম (সা.) বললেন, যাও এবং তোমাদের অঙ্গিকার পূর্ণ কর, আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করবো।

একজন মহিলা মক্কা বিজয়ের সময় শত্রুকে আশ্রয় দেয়ার অঙ্গীকার করেছিল, (এ কথা শুনে) নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরা তাকে আশ্রয় দিলাম। একজন মুমিন নারীর অঙ্গীকারকে মহানবী (সা.) এতোটা সম্মান করলেন যে, হযরত আলী (রা.) এর মতো ব্যক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও উন্নত চারিত্রিক শিক্ষা দাতা নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। যেহেতু তোমরা অঙ্গিকার করেছ তাই আমরাও তোমাদের অঙ্গীকারের সম্মান করি। বর্তমানে আমরা দেখি, ছোট ছোট বিষয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ হচ্ছে এবং সমাজের শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ অর্থাৎ অতএব, তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন শরীফে মিথ্যাকেও এক ধরনের নোংরামী ও অপবিত্রতা বলা হয়েছে। যেভাবে বলা হয়েছে, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ তিনি (আ.) বলেছেন, দেখ মিথ্যাকে এখানে প্রতিমার সমান্তরালে রাখা হয়েছে।

অনেক লোক মনে করে ছোট খাটো ভুল বক্তব্য মিথ্যা নয়, এটি মিথ্যার গণ্ডিভুক্ত নয়। বাস্তবিক অর্থে এটিও মিথ্যা। হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই বলে বেড়ায়। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য এই সাবধানতা অবলম্বন করার আদেশ রয়েছে। এগুলো হল সে সব বিষয় যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পক্ষ থেকে ইতি বাচক সাড়া চান।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং এর ওপর আমল করা থেকে বিরত হয় না তার পানাহার থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্ তা'লার নিকট কোনো মূল্য রাখে না।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা সামাজিক দায়িত্বের বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টি মহানবী (সা.) এর জীবনেও বিশদ ভাবে চোখে পড়ে এবং এর সূক্ষতাও দৃষ্টিগোচর হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি বিষয় হল, আত্মীয়তার বন্ধন। অনেকেই এ অধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়না। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ দিয়েছেন। প্রতিটি বিয়েতে এ সম্পর্কে একটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তবুও এ অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে মনোযোগ কম। আমি ছেলে মেয়ে উভয় পক্ষের আত্মীয়দের কথা বলছি।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে চাইলে পরিপূর্ণ ইবাদত করতে হবে, উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং আমার বান্দার অধিকারও নিশ্চিৎ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত নবী করীম (সা.) এর সত্তায় যে সব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মহানবী (সা.) যেগুলোর উপদেশ দিয়েছেন সেই অবস্থা যখন আমাদের

মাঝে সৃষ্টি হবে তখন আমরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত পাবো। অন্যথায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে আমি নিকটে আছি কিন্তু তোমরা দূরে পড়ে আছ। অতএব সঠিক কর্মের পথ ধরে তোমরা আমার কাছে এলে তোমরা আমাকে তোমাদের নিকটে পাবে। এটি হল, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং এ ব্যাপারে বান্দাকে প্রথমে পদক্ষেপ নিতে হবে। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এ মৌলিক বিষয়টি বুঝতে পারি। যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নির্দেশ অনুসারে আমরা যেন পাপ হতে বাঁচার দোয়া করি। যাতে করে এই কল্যাণমন্ডিত মাসে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি আমাদের ওপর বর্ষিত হয় এবং আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হই।

(প্রাপ্তসূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)